সুখেন দাস নিবেদিত

মুনমুন ফিল্মস্ প্রযোজিত

# নয়া মিছিল

**সুখেন দাস নিবেদিত**

মুনমুন ফিল্মস্-এর

# নয়া মিছিল

পরিচালনা :
**পীযূষকান্তি গাঙ্গুলী**

সংগীত :
**অজয় দাস**

কাহিনী-চিত্রনাট্য : **সুখেন দাস**

চিত্রগ্রহণ : দীপক দাস
শিল্পনির্দ্দেশ : রবি চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদনা : রমেশ যোশী
শব্দগ্রহণ : অতুল চট্টোপাধ্যায়
সংগীতগ্রহণ : শ্যামসুন্দর ঘোষ
শব্দপুনর্যোজনা : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়
রসায়নাগারাধ্যক্ষ : অবনী রায়
তারাপদ চৌধুরী
রবীন ব্যানার্জী
নৃত্য-পরিকল্পনা : বব দাস

কর্মসচিব : অজিত ঘোষ
বিশেষ কর্মসচিব : মনীষ রায়
ব্যবস্থাপনা : দেবু বন্দ্যোপাধ্যায়
রূপসজ্জা : হাসান জামান
প্রচার-পরিকল্পনা : রঞ্জিৎ কুমার মিত্র
ষ্টুডিও ব্যবস্থাপনা : ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য
গীতিকার : অজয় দাস, আনন্দ মুখোপাধ্যায়
কুশল চৌধুরী
নেপথ্য কণ্ঠে : শ্যামল মিত্র, শুক্লা দাস
স্থিরচিত্র : ষ্টুডিও বলাকা
সাজসজ্জা : বরেন দত্ত
পরিচয়লিপিন : নিতাই বসু

॥ ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ প্রাঃ লিঃ-এ পরিস্ফুটিত ॥

**কৃতজ্ঞতা স্বীকার :** রাঁচী মেণ্টাল হসপিটালের কর্তৃপক্ষ ও কর্মিবৃন্দ ॥ মেয়ো হসপিট্যাল, কলিকাতা ॥ অনন্তপুর কটন মিলস্-এর কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকবৃন্দ ॥ রাঁচীর ডাঃ এল, পি, শর্মা, ডাঃ এন, এল, সিনহা, ডাঃ অনিল বসু, ডাঃ বি, বি, সিং,ডাঃ এস, দাসগুপ্ত, শ্রীভজন দে, শ্রীমলয় দাস, শ্রীননা চট্টোপধ্যায়, শ্রীমতী সুশীলা দেবী সিংহ
আলোক-সম্পাতে : শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়, নিতাই শীল, জগু সিং,
হরিপদ হাইত, গুণনিধি লেহা, শৈলেন দত্ত

## : সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনা : অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, উজ্জ্বল মিশ্র ॥ পরিচালনা-পারম্পর্য : সূর্য তেওয়ারী, পম বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ চিত্রগ্রহণ : শংকর চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণধর, জগদীশ দুবে, বলদেও সিং ॥ প্রচারে : বৈদ্যনাথ গাঙ্গুলী ॥ সম্পাদনা : কালীপ্রসাদ রায় ॥ শিল্প-নির্দ্দেশে : সুরথ দাস ॥ রূপসজ্জা : কার্তিক দাস ॥ ব্যবস্থাপনায় : পরেশ ভট্টাচার্য্য, চক্রধর মহাপাত্র ॥ প্রধান সহকারী সংগীতে : ওয়াই, এস, মুলকী ॥ সংগীত-পরিচালনায় : উৎপল দে, ভরত কারকী, তাপস চট্টোপাধ্যায়, শব্দগ্রহণে : রথীন ঘোষ ॥ শব্দগ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনায় : পাঁচুগোপাল ঘোষ, ভোলা সরকার, পরিচয়লিখনে : সুজিত দত্ত বুমম্যান : বীরেন নস্কর ॥ হিসাবরক্ষক : ভূপেন দত্ত, নটেন মল্লিক ॥ প্রচার-কার্য্যে : এস, কে, পাবলিসিটি, গৌতম রায় ॥ নৃত্যে-অংশগ্রহণকারী : কার্তিক ব্যানার্জী, সুকান্ত ব্যানার্জী, গোবিন্দ আথুলি, মীণা দাস, বাপী মিত্র, মঞ্জু চক্রবর্তী, মীনা রায়চৌধুরী

বিশ্ব-পরিবেশনা : **মুনমুন ডিষ্ট্রিবিউটার্স**

সহযোগী পরিবেশক : **শ্রীবিষ্ণু পিক্চার্স**

# কাহিনী

আলোর পর অন্ধকার। অন্ধকারের পর আলো। এখানেও সেই আলো আঁধারির খেলা। মানসিকতার বোবা কান্না থেকে মুক্তি পেয়ে সন্দীপ আজ রাঁচীর মানসিক হাসপাতাল থেকে চলেছে ঘরে—নিয়ে যেতে এসেছেন নায়েব কাকা। এই নির্বাসিত সময়ের মাঝখানে সে হারিয়েছে তার বাবাকে—মা হয়েছেন পঙ্গু।

বাড়ী ফিরে সন্দীপ দেখে তার বাবার তৈরী কারখানা বি, বি, ইণ্ডাষ্ট্রীজ—যেটি তার মাসতুতো ভাই বিজনের পরিচালনাধীনে, ছিলো সেটি তারই চক্রান্তে লক্-আউট। হাজার হাজার শ্রমিক বেকার। লেবার কোয়ার্টার্স থেকে কর্মীদের উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র চলছে। ঐ কারখানারই এক শ্রমিক নিত্য যে বাঁদরখেলা দেখিয়ে গান গেয়ে সংসার চালাতো ভাড়াটে গুণ্ডার লাঠিও একদিন তার মাথায় পড়ে—কারণ সে সম্মিলিত ভাবে বাঁচতে চেয়েছিলো।

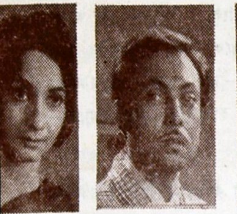

বিজন আজ এই কোম্পানীর মালিক হ'তে চায়। তার স্ত্রী রত্না সন্দীপকে এল, এস, ডি দুধের গ্লাসে মিশিয়ে দেয়। সন্দীপ আবার হ'য়ে যায় বদ্ধ উন্মাদ মা ও সিঁড়ি থেকে পড়ে মারা যান। বিজনের পথের কাঁটাগুলো সরে যায়।

কিন্তু সবার চোখের আড়ালে অন্যায়ের প্রতিরোধ গড়ে উঠে।

নিতুর বিধবা বোন সিতু দারিদ্র্যের তাগিদে সন্দীপের বাড়ীতে তার পরিচর্যার চাকরি নেয়। এবং নায়েব কাকা আর পুরণো চাকর কৈলাসের সাহায্যে রাতের অন্ধকারে বিজনের চাবুকের প্রহারে জর্জরিত সন্দীপকে নিয়ে তার বাড়ীতে পালিয়ে আসে। সিতু তার নিঃস্পাপ সেবায় সন্দীপকে ভাল করে তোলার লড়াই চালায়,

কিন্তু তারপর···

**ঃ রূপায়ণে ঃ**

**সুখেন দাস, শাঁওলী মিত্র, অনুপ কুমার, শ্যামল ঘোষাল, চন্দ্রাবতী দেবী, শমিতা বিশ্বাস, মোম মুখোপাধ্যায়,** সুভাষ দত্ত (বাঙলা দেশ), কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, করুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিতোষ চৌধুরী, রসরাজ চক্রবর্তী, সাধন সেনগুপ্ত, তারক চট্টোপাধ্যায়, অজিত ঘোষ, অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবলু, মোহন, অনিল, হাসি, শঙ্কর, তপন, রাজেশ, মনীশ রায়, দেবনাথ, ক্ষিতীশ, গুণময়, মৃণাল, অলোক, পার্থ, শ্রীদীপ, মনোজ, কে, সি, অজিত, বাদল, রাজীব, বাদল দাস॥

# সঙ্গীত

( ১ )

আরে বলি এক গল্প
যাও শুনে যাও
ভারী মজাদার গল্প
নাও শুনে নাও
এই বান্দর রাজা
সে যে নামেই রাজা
পোলাও ভেবে খায় কড়াই ভাজা
আরে ভাগ্যে যে তার
জোটে না রোজ তাও
আরে হুর হুর হুর হুর হুম্ তাকা দুম্
ইস্কুলে কলেজে কত খরচ করে
শিখেছে লেখাপড়া
আশা ছিল মনে বড় হয়ে সে যে
চড়বে গাড়ী ঘোড়া
তার সে আশা মিটলো কই
কারা পাকা ধানে দিল মই
তাকে না মেরে হাতে
মারে যে তাকে ভাতে
বলে কাঁচা কলাটি খাও
জীবন রঙ্গমঞ্চে রঙ্গীন পোশাক পরে
যারা ভাই সাজে রাজা
দোষে বিনা দোষে কারণ অকারণে
তারা যে দেয় সাজা
রাজার গাড়ী চাপা হোল নারে
হ্যাঁ তবে গাড়ী চাপা পড়ে মরে
কলুর বলদ হয়ে ভূতের বেগার খেটে
গেল সাধের প্রাণটাও—

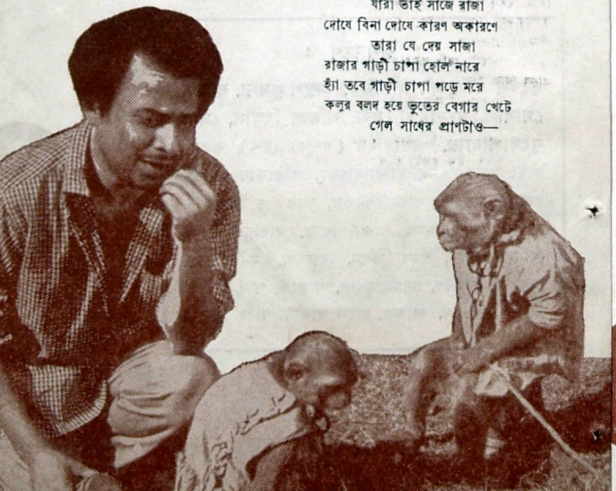

( ২ )

চোখে লাগে একি নেশা
ভীরু ভীরু চোখে দুরু দুরু বুকে দুরাশা
না আমি আর চাইবো না দেখবো না কোন কিছু
হায় মরবোনা জলবোনা ছুটবো না কারো পিছে
মরবো না পুড়ে—হা—হা—
হায় প্রেমের খেলাতে যাবো না যাবো না
চোখে রাখবো না ভাষা
ও তার চেয়ে ভালো রে সুরাতে এ লালসা।
ঐ মেটাতে পারে গো যৌবনের পিয়াসা
না না না মরবো না পুড়ে হায়
মানবো না তাহারে কেউ যদি পারে গো
এবুকে ভাল বাসা।

( ৩ )

ওই রাত গিয়েছে থেমে
অন্তবিহীন বেদনাতে
ক্লান্ত আঁখির আঙ্গিনাতে
সবকিছু হারিয়ে যেতে
নেই আলো নেই আশা
চারিধারে একি কুয়াশা
কোথায় যে হারালো
চোখের দুরন্ত ভাষা
ফুলের সেই রং কোথায় গেল
দিনের সেই সুর কোথায় গেল
আকাশের রামধনু সাজিয়ে দিতে
জীবনের রাজপথে
যতছবি রেখি বারে বার
মানুষ আর পশুতে
বিভেদ কোথায় আছে তার
ওদের নেই কোন ঠিকানা
আমাদের নেই কোন নিশানা
চলেছি যে বহু দিন একই সাথে॥

( ৪ )

দাও দাও সূর্য এনে দাও
প্রাণ ভরে গান গাইতে দাও
বন্ধ ঘরের অন্ধকার ঘোচাও॥
শুধু পথ খুঁজে মরি
কোথায় যে পাই কিনারা
দিন গেল রাত গেল
জীবনের পাইনা সাড়া
আলোর আকাশ থেকে সোনার স্বপ্ন এনে দাও
পৃথিবীর কান্নায় আশার পরশটুকু দাও॥
কেঁদে কেঁদে পথটুকু
করব পিছল কত আর
আঁধারে আঁধারে কত
বাঁধবো বুকের ব্যথা ভার।
তবুও যে বুক বেঁধে গেয়ে যাই
আজও সব গান
তবুও যে আশা নিয়ে বেঁধে রাখি
আজও এই প্রাণ।
অন্ধকারের মুক্তি এনে দাও॥

মুনমুন ফিল্মস্-এর

পরবর্তী প্রচেষ্টা

শ্রেষ্ঠশিল্পী সমন্বয়ে—

# ?

রচনা-চিত্রনাট্য ঃ
**সুখেন দাস**

পরিচালনা ঃ
**পীযূষ গাঙ্গুলী**

সংগীত ঃ
**অজয় দাস**

॥ প্রস্তুতির পথে ॥

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।